দৈনিক ইনকিলাব

28 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৮ ... ৬ ......

ঢাবিকে অচল করার ষড়যন্ত্র

ছাত্রলীগ নেতার চাঞ্চল্যকর জবানবন্দি নিয়ে ক্যাম্পাসে ব্যাপক আলোচনা

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সূর্যসেন হলের গ্রেফতারকৃত ছাত্রলীগ নেতার আদালতের কাছে দেয়া চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নিয়ে ক্যাম্পাসে ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে। জবানবন্দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের আওয়ামী লীগপন্থী এক বিতর্কিত শিক্ষকের সহিংস ঘটনা ঘটিয়ে ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির নীলনকশা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় শিক্ষক,

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ঢাবিকে অচল করার ষড়যন্ত্র

৮-এর পৃষ্ঠার পর

ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

সম্প্রতি ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া সাবেক ভিসির ওপর গুলী, হামলা এবং বর্তমান ভিসি ও ট্রেজারারের বাসায় বোমা পাওয়া ঘটনাসহ উষ্কানিমূলক রাজনীতির দায়ে অভিযুক্ত বিতর্কিত শিক্ষক শফিকুর রহমানের সকল কর্মকাণ্ডের মুখোশ উন্মোচিত করে দিয়ে সূর্যসেন হলের গ্রেফতারকৃত ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক আবু হানিফ গত রবিবার আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। সাম্প্রতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া সহিংস ঘটনার জন্য অনেকেই শফিকুর রহমানকে দায়ী করতেন। হানিফের জবানবন্দির মাধ্যমে তা দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়। তারপরও ছাত্রলীগসহ একটি চক্র হানিফের জবানবন্দি জোরপূর্বক আদায় করা হয়েছে বলে অপপ্রচারে মেতে উঠলে সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ছাত্রলীগ নেতা আবু হানিফ অর্থলোভী। শুধুমাত্র টাকার জন্যই সে এবং জবানবন্দিতে দেয়া অন্যান্য ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা শফিকুর রহমানের কথামত বিভিন্ন সহিংস ঘটনার মাধ্যমে ছাত্রদলের ওপর দোষ চাপিয়ে ক্যাম্পাসের পরিবেশ অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে। বিভিন্ন উপায়ে এসব ঘটনায় জড়িত ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের নাম গোয়েন্দা সংস্থা জেনে ফেলার পর গত শনিবার সন্ধ্যায় শফিকুর রহমানকে হত্যা চেষ্টা মামলায় আবু হানিফকে গ্রেফতার করা হয়। বাকীদেরকে পুলিশ খুঁজছে। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দেয়া হানিফের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি জোরপূর্বক পুলিশ নিয়েছে বলে মহল বিশেষের অপপ্রচারে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, তাহলে জিজ্ঞাসাবাদে হানিফের দেখানো মতে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের কাছের মাঠ থেকে পুলিশ গুলীর খোসা উদ্ধার করে কিভাবে? এছাড়া সাবেক ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর ওপর গুলীবর্ষণের ঘটনার রাতে তিনিসহ পাঁচ শিক্ষকের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের শিক্ষক লাউঞ্জে মিটিং করার বিষয়টিও রহস্যের সৃষ্টি করেছে। পাঁচজন শিক্ষক কারো বাসার পরিবর্তে শিক্ষক লাউঞ্জকে কেন বেছে নিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অনেকে বলছেন– বাণিজ্য অনুষদে সান্ধ্যকালীন মাস্টার্সের ক্লাস হওয়ার কারণে রাত পর্যন্ত শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের পদচারণা থাকে। তাই কোন ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে তা ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই মিটিং করার স্থান হিসেবে তারা বিজনেস স্টাডিজ ভবনের শিক্ষক লাউঞ্জকে বেছে নিয়েছেন। জানা গেছে, শফিকুর রহমানই তাদেরকে প্রভাবিত করে এখানে মিটিং-এ বসিয়েছেন। সাবেক ভিসির ওপর গুলীবর্ষণের ঘটনার পর উপস্থিত শিক্ষক ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভিন্নধর্মী বক্তব্য ও ঘটনাটি নিয়ে রহস্য সৃষ্টি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের এক শিক্ষক বলেন, দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে যারা ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চান তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকার কোন অধিকার নেই। এদিকে আবু হানিফের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করে। ২৭ জন নেতাকর্মী এতে অংশ নেয়। জানা গেছে, শফিকুর রহমান টাকার বিনিময়ে হানিফসহ কয়েকজনকে দিয়ে সহিংস ঘটনা ঘটাচ্ছেন, এ বিষয়টি ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের কাছে ওপেনসিক্রেট